হজযাত্রীদের প্রশিক্ষণ মডিউল

(ক) হজের প্রস্তুতি:

১. আপনার ট্র্যাকিং নম্বর/প্রাক নিবন্ধন নম্বর/ নিবন্ধন নম্বর জেনে নিন।
২. হজ সংক্রান্ত সকল লেনদেন সরাসরি এজেন্সির সঙ্গে করুন।
৩. হজ সংক্রান্ত সকল তথ্য আপনার মোবাইল এস এম এসের মাধ্যমে প্রেরণ জানানো হয়। নিয়মিত এস এমএস না পেলে হজ অফিসে যোগাযোগ করুন।
৪. যথাসময়ে পাসপোর্টে ভিসা লেগেছে কিনা নিশ্চিত হোন|
৫. যথাসময়ে সরকার নির্ধারিত হাসপাতাল/ স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে টিকা গ্রহণ করে মেডিকেল সার্টিফিকেট গ্রহণ করুন। ডায়াবেটিকস, হার্ট বা ক্রণিক রোগীরা প্রেসকিপসনসহ অবশ্যই ৫০ দিনের ঔষধ সঙ্গে রাখুন।
৬. আপনার ফ্লাইট সিডিউল এবং সৌদি আরবে যে হোটেল/বাড়িতে থাকবেন তার ঠিকানা জেনে নিন| পাসপোর্টের পিছনে অবশ্যই হোটেল/বাড়ির ঠিকানা লেখা থাকতে হবে।
৭. যথাসময়ে বিমানের টিকিট সংগ্রহ করতে হবে।
৮. জেলা পর্যায়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং ঢাকায় আশকোনা হজ্ব ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করুন।
৯. টিকেট, পাসপোর্ট, হজ গমণের অনুমতিপত্র, টাকা জমা দেওয়ার ডুপ্লিকেট রসিদ, মেডিকেল সার্টিফিকেট ও অন্যান্য জরুরি কাগজপত্র সংগ্রহ করে ২সেট ফটো কপি করে রাখুন অথবা ই মেইলে সংরক্ষণ করুণ।
১০. ৫০০০০ টাকার সমপরিমান বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গে রাখুন|
১১. প্রয়োজনীয় মালামাল বহন করার মত ২৫ কেজি ধারণক্ষমতাসম্পন্ন একটি মাঝারি লাগেজ এবং একটি ছোট হ্যানড ব্যাগ সঙ্গে নিতে হবে। লাগেজ ও ব্যাগের উপর নাম-ঠিকানা, পাসপোর্ট নম্বর এবং মোবাইল নম্বর লিখতে হবে।
১২. ঔষধের প্রেসকিপসন, ঔষধ, জরুরি কাগজপত্র এবং জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য এক সেট কাপড় ছোট ব্যাগে রাখুন।
১৩. পুরুষ হজযাত্রীদের জন্য কমপক্ষে ২সেট ইহরামের কাপড়, ২সেট পায়জামা-পাঞ্জাবি, ২টি লুঙ্গি, ২টি টুপি, ৪টি গেঞ্জি, ২জোড়া স্যান্ডেল, ২টি তোয়ালে/গামছা, ১টি খাবার প্লেট, ১টি পানির গ্লাস, চিকিৎকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ঔষধ, ২টি রিডিং চশমা, একটি ছোট কাঁচি, টুথ ব্রাশ, পেস্ট, নাইলনের রসি, মহিলা হজ যাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সালোয়ার-কামিজ, ওড়না, বোরকা এবং অন্যান্য ব্যবহার্য কাপড় সঙ্গে নিতে হবে ।
১৪. হজের সফরে সকল অবস্থায় সৌজন্য বজায় রেখে ভাল আচরণ করতে হবে। অহংকারমূলক আচরণ পরিহারসহ যে কোন পরিস্থিতিতে ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে।
১৫. কোন অভিযোগ থাকলে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যথাযথভাবে অবহিত করতে হবে।

(খ) হজযাত্রীদের বাংলাদেশ পর্বে করণীয়:

১. যথাসময়ে আপনার পি আই ডি নম্বর জেনে নিন|
২. হজে যাওয়ার পূর্বে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রদত্ত পি আই ডি কার্ড এবং কবজি বেল্ট সংগ্রহ করুন এবং গলায় ঝুলিয়ে রাখুন; এগুলো সবসময় সঙ্গে রাখতে হবে।
৩. ঢাকা হযরত শাহ জালাল(র:)বিমান বন্দর দিয়ে যারা হজে যাবেন তাদেরকে হজ যাত্রার তারিখের তিন দিন আগে হজযাত্রীদের আশকোনা হজ ক্যাম্পে আসতে হবে। হজ ক্যাম্পে নিজ খরচে খাওয়া দাওয়া করতে হবে।
৪. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্র ণালয় কর্তৃক প্রকাশিত হজ , ওমরাহ ও যিয়ারাত সম্পর্কিত বই অথবা অন্য কোন একটি নির্দেশিকা সঙ্গে রাখুন।
৫. হজ বিষয়ক নির্দেশনাবলী ও করণীয় সম্পর্কে জানার জন্য হজ ক্যাম্পে অনুষ্ঠিত আলোচনা/ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করুন।
৬. আপনার হজ গাইডের নাম/ এজেন্সি মালিকের নাম/বাংলাদেশ হজ অফিসের নিয়ন্ত্রণকক্ষের ফোন নম্বর জেনে নিন এবং তাঁর সঙ্গে বিমানে উঠার আগেই আপনার হজ গাইডের যোগাযোগ করুন।

(গ) বিমান বন্দর/আশকোনা হজ ক্যাম্পে আগমনের পর করণীয়

১. আপনার হজ গাইডের পরামর্শক্রমে যারা সরাসরি মক্কা মোকাররামায় যাবেন তাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ে ইহরাম বাঁধতে হবে।
২. যে সকল হজযাত্রী সরাসরি মক্কায় গমণ করবেন তাঁরা যাত্রার ৬ ঘন্টা পূর্বে ইহরামের কাপড় পরবেন। যারা সরাসরি মদিনা শরিফ যাবেন তাদেরকে ঢাকা হযরত শাহ জালাল(র:)বিমান বন্দর ইহরাম পরতে হবে না।
৩. হজ বিষয়ক নির্দেশনাবলী ও করণীয় সম্পর্কে জানার জন্য হজ ক্যাম্পে অনুষ্ঠিত আলোচনা/ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করুন।

৪. পাসপোর্ট, ভিসা, টিকেট,পি আই ডি কার্ড কবজি বেল্ট সংগ্রহ করে নিজের কাছে রাখুন।

৫. হজ ক্যাম্পে নিজ খরচে খাওয়া দাওয়া করতে হবে।

(ঘ) বাংলাদেশ থেকে বিমানে আরোহোনর পূর্ব প্রস্তুতি

১. বিমান বন্দরের নির্দিষ্ট কাউন্টার অথবা আশকোনা হজ ক্যাম্পে আপনার গাইডের সহায়তায় ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করুন। এ সময়ে পাসপোর্ট,ভিসা টিকিট, প্রযোজ্যক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন/ছুটির কাগজপত্র সঙ্গে রাখুন।

২. বিমানে ভ্রমণকালে ছুরি, কাঁচি, সুঁই, নেইল কার্টার, লাইটার, পেস্ট, স্প্রে,ধারালো এবং তরল জাতীয় জিনিস হাত ব্যাগে নেওয়া যাবেনা।

৩. বিমানে ভ্রমণের সময় চাল, ডাল, শুটকি,রান্না করা খাবার, ফল মূল, তরিতরকারি বহণ করা যাবে না।

(ঙ) বিমানে উঠার পর করণীয়

১. বিমান ক্রু/এয়ার হোস্টেজের সহায়তায় আপনার জন্য নির্ধারিত আসনে বসুন।

২. বিমান ভ্রমণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলি অনুসরণ করুন।

৩. আপনার মোবাইল/ ট্যাব/ল্যাপটপ বন্ধ রাখুন।

৪. বিমানে সরবরাহকৃত খাবার গ্রহণ করুন। বিশেষ প্রয়োজনে বিমান ক্রু/এয়ার হোস্টেজের সহায়তায় গ্রহণ করুন।

৫. বিমানে ওজু করা যায় না। তায়াম্মুম করার জন্য বিমান ক্রু/এয়ার হোস্টেজের সহায়তায় গ্রহণ করুন।

৬. বিমানে টয়লেট ব্যবহার বিষয়ে বিমান ক্রু/এয়ার হোস্টেজের সহায়তায় গ্রহণ করুন।

৭. কোন অবস্থাতেই বিমানে ধুমপান করা যাবে না।

৮. আপনার হাত ব্যাগটি বিমান ক্রু/এয়ার হোস্টেজের সহায়তায় মাথার উপরে ক্যাবিন রাখুন।

৯. বিমান থেকে নামার পূর্বে ক্রু /এয়ার হোস্টেজের সহায়তায় আপনার হাত ব্যাগটি সংগ্রহ করুন।

১০. বিমান থেকে নামার সময় তাড়াহুড়া করবেন না।

(চ) বিমান থেকে নামার পর করণীয়

১. বিমান থেকে নামার পর গাড়ি করে হজ টার্মিনালে পৌঁছানো হবে।

২. টিকিট এবং অন্যান্য জিনিসপত্র যত্ন করে হ্যান্ডব্যাগে রাখুন।

৩. টার্মিনালে পৌঁছানোর পর Waiting রুমে অপেক্ষা করুন। এর পর Immigration Point এ উপস্থিত হয়ে শুধুমাত্র পাসপোর্ট দেখাতে হবে। Immigration Point এ আপনার ছবি এবং হাতরে আঙ্গুলের ছাপ নেওয়া হবে। আপনার পাসপোর্টে সিল দেওয়া হয়েছে কিনা দেখে নিন।

৪. Immigration Point এ একটু সময় লাগে তাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন।

৫. ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করার পর কর্তব্যরত পুলিশকে ইমিগ্রেশনের সিলযুক্ত পাসপোর্টের পাতাটি প্রদর্শন করে হাত ব্যাগে রাখুন।

৬. লাগেজ সংগ্রহের জন্য আপনার ফ্লাইট নম্বর নির্দেশনাযুক্ত নির্দিষ্ট বেল্টের নিকট পৌঁছে লাগেজ সংগ্রহ করতে হবে।

৭. লাইনে দাড়িয়ে চেকিং পয়েন্টে বড় এবং ছোট লাগেজ লাগেজ চেক করিয়ে নিজে আবার সংগ্রহ করে বাহি রে আসতে হবে। এ সময় বড় লাগেজটি টার্মিনালে নিয়োজিত ইউনাইটেড এজেন্টস এর কর্মীরা বড় ট্রলিতে করে নির্ধারিত প্লাজায় নিয়ে আাসবেন। আপনাকে হাত ব্যাগটি নিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে।

৮. এর পর হজ প্লাজায় এসে নিজের বড় লাগেজ টি বুঝে নিয়ে নিজের এজেন্সির প্রতিনিধি/গাইডের সঙ্গে একত্রে বাসের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

৯. এ সময় টয়লেট সেরে নেওয়া/নামাজ আদায় করা(সময় হলে) করা এবং খাবার গ্রহণ করা যেতে পারে।

১০. হজগাইড/হজকর্মীদের পরামর্শ অনুসারে মক্কা/মদিনার নির্ধারিত বাসে উঠার জন্য লাগেজসহ লাইনে দাড়াতে হবে।

১১. বাসে উঠার সময় বড় লাগেজ টি ইউনাইটেড এজেন্টস এ র কর্মীগণ বড় ট্রলিতে করে বাসে উঠিয়ে দিবে। নিজের লাগেজটি তার বাসে ঠিকমত ওঠেছে কিনা নিশ্চিত হোন।

১২. বাসে উঠার পূর্বে মুয়াল্লিমে র পক্ষে বাস পরিচালনা কর্তৃপক্ষ পাসপোর্ট বুঝে নিবে। এ সময় টিকিট /বোর্ডিং পাস নিজের কাছে সংরক্ষণ করুন। জমাকৃত পাসপোর্ট ফেরার সময় বিমানবন্দরে ফেরত প্রদান করা হবে।

১৩. বাসে উঠার পর আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে নূন্যতম ৩০ মিনিট সময় অপেক্ষা করতে হবে।

১৪. টার্মিনালে অবস্থান কালিন অসুস্থতা বা অন্য কোন সমস্যা অনুভব করলে বাংলাদেশি হজকর্মীদের সাহায্য নিয়ে বাংলাদেশ হজ অফিসে স্থাপিত চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা সেবাসহ অন্যান্য গ্রহণ করা যাবে।

১৫. আপনার যে কোন সমস্যা টার্মিনালে অবস্থিত বাংলাদেশ হজ অফিসকে অবহিত করুন।

১৬. সৌদি আরবে রাস্তা পারাপারের সময় দৌড় দিবেন না। ডান বাম দেখে রাস্তা পার হবেন। সৌদি আরবে গাড়ি ডান দিক থেকে চলে।

(ছ) মক্কায় পৌঁছর পর করণীয়

১. মক্কায় নির্ধারিত বাড়ী/হোটেলে পৌছার পর বাস থেকে নেমে নিজের লাগেজ বুঝে নিয়ে হোটেলের নিজ কক্ষ নম্বর জেনে নিয়ে নির্ধারিত কক্ষে অবস্থান করতে হবে। লিখিত অনুমতি ছাড়া কোন আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে থাকার নিয়ম নেই।

২. মোনাজ্জেম ও গাইড এবং বাংলাদেশ হজ মিশন , মক্কা, মদিনা এবং চিকিৎসাকেন্দ্রের মোবাইল নাম্বার সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করুন।

৩. এর পর লাগেজ ঠিকভাবে রেখে গাইডের পরামর্শ অনুসারে ওমরায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

৪. একা একা অবস্থা ওমরা গমন করা যাওয়া যাব না।

৫. গাইডের সহায়তায় মোবাইল সীম সংগ্রহ করতে হবে। এ সময় ভিসার কপি দেখাতে হবে।

৬. হোটেল/ বাড়ির লিফট ব্যবহার, বাথরুম ব্যবহার,খাবার গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় ভালভাবে জেনে নিন।

১৬. হাজী অবস্থানে হোটেল/বাড়িতে কোন অবস্থাতেই রান্না এবং কাপড় ইস্ত্রি করা যাবে না। রান্নায় আগুনের ঝুকি থাকে। এতে আপনার এবং অন্যান্য হাজীর বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে। কাপড় ঝুলানোর জন্য রশি নিয়ে যেতে পারেন।

১৭. মক্কা-মদিনায় হোটেল/বাড়িতে প্রতিরুমে ৪/৫জন করে থাকতে হবে। পুরুষ এবং মহিলা পৃথক রুম থাকতে হবে। সিঙ্গেল খাটের আয়তন সাধারণ মাপের চেয়ে ছোট হবে। রুমগুলোও বেশি বড় হবে না। অপরিচিত হাজীর সঙ্গে একই রুমে থাকার মানসিকতা থাকতে হবে।

১৮. মর্যদা/পদ/পদবি/সামাজিক অবস্থান বিবেচনায় কোন রুম বরাদ্দ দেওয়া হবে না। সকলে মিলে মিশে থাকতে হবে।

১৯. মক্কা-মদিনায় হোটেল/বাড়িতে গোসলখানার পানি সবসময় গরম থাকে। পানি গায়ে ঢালার আগে তাপমাত্রা দেখে নিতে হবে। বালতিতে সবসময় পানি রাখবেন।

২০. সৌদ আরবে অবস্থানকালে দেশের সুনাম ক্ষুন্ন হয় এধরনের কোন আচরণ করা যাব না। সবসময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে এবং দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করতে হবে।

২১. মক্কা-মদিনায় হোটেল/বাড়ির লবিতে পান করার জন্য জমজমের পানি রাখা হয়। এ পানি অপচয় করা যাবে ন।

২২. হোটেল/বাড়িতে কোন কারণে বিদুৎ বিভ্রাট হলে মেরামত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কারণ সৌদি বিদূৎ কর্তৃপক্ষ ছাড়া হোটেল মালিক কোন মেরামত করতে পারে না।

২৩. মক্কা-মদিনা পৌঁছার পর মোয়াল্লেম অফিসের দেওয়া কার্ড সবসময় সঙ্গে রাখতে হবে। ঐ কার্ডে মোয়াল্লেম অফিসের নম্বর লেখা থাকে।

২৪. হজ আফিস থেকে দেওয়া বাংলাদেশের পতাকাখচিত ছবিসহ আইডি কার্ড, হাতে লাগানো কবজি বেল্ট সবসময় সঙ্গে রাখতে হবে। কেউ হারিয়ে গেলে এই কার্ড বাংলাদেশ হজ অফিসে পৌঁছাতে সহায়তা করবে।

২৫. হোটেল/বাড়ি থেকে বাহিরে যাওয়ার সময় একা যাবেন না। সব সময় দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করবেন।

২৬. তাওয়াফ/সায়ী এবং শয়তানেক পাথর মারার সময় বেশি টাকা পয়সা সঙ্গে নিবেন না।

২৭. ট্যাক্সি ভাড়া প্রদানের জন্য খুচরা টাকা সঙ্গে রাখতে হবে। যতদূর সম্ভব একা ট্যাক্সিতে উঠবেন না। কিছু ট্যাক্সি চালক প্রলোভন দেখিয়ে গাড়িতে উঠায়। এর পর পর ছিনতাই করে, তাই সাবধানে চলা ফেরা করতে হবে।

২৮. সবসময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। খালি পায়ে হাঁটা যাবেনা। এতে পায়ে পোসকা পরতে পারে। রৌদ্রে ছাতা ব্যবহার করুন। প্রচুর পানি/ফলের রস পান করবেন। ডাস্টবিন ছাড়া অন্য কোথাও ময়লা-আবর্জনা ফেলবেন না।

২৯. কখনো পথ হারিয়ে গেলে ভয় না পেয়ে আপনার গাইড/ হজ অফিসের নিয়ন্ত্রণকক্ষে/ অথবা সৌদি মোয়াল্লেমের নম্বরে ফোন করুণ। আপনার আশে পাশেই হজ কর্মী/ প্রবাসী বাংলাদেশি/ পুলিশের সহায়তা নিতে হবে।

৩০. অসুস্থ অনুভব করলে এজেন্সি/গাইডের সহায়তায় বাংলাদেশ মেডিক্যাল ক্লিনিকে গিয়ে সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। বাংলাদেশ মেডিক্যাল ক্লিনিক থেকে বিনামূল্যে ঔষধসহ প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

৩১. সৌদি আরবে অবস্থানকালে কোন প্রকার রাজনৈতিক আলোচনা/মতবাদ প্রচার থেকে বিরত থাকুন।

(জ) হজের সময় করণীয়

১. জিলহজ মাসের ৭তারিখ রাতে অথবা ৮তারিখ সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে মোয়াল্লেমের বাসে মিনা যেতে হবে। সাথে হালকা কাপড়-চোপড় ও প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা নিবেন। নিরাপত্তার স্বার্থে বাদ বাকী টাকা বড় লাগেজে তালাবদ্ধ করে রাখুন। বাসে

সকলের বসার জায়গা হয় না। তাই মহিলা ও বয়স্কদের আগে উঠতে দিতে হবে। মহিলা এবং তার মাহরামকে একই গাড়িতে উঠতে হবে।

২. মিনা যাওয়ার সময় সকলে একত্রে হোটেলের নীছে নামবেন না। গাইড এবং হজ কর্মীরা ডাকার পর নামতে হবে। নাহয় অপেক্ষা করতে কস্ট হবে।

৩. মক্কা হতে পায়ে হেটে মিনা আরাফাতে যাওয়া থেকে বিরত থাকবেন। কারণ এতে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন।

৪. শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করার সময় দলবদ্ধভাবে যাবেন। পাথর মারার সময় কখনো স্যান্ডেল খুলে গেলে, পাথর হাত থেকে পড়ে গেলে কোন অবস্থাতে উঠানোর চেষ্টা করবেন না। কিছু অতিরিক্ত পাথর রাখবেন। অক্ষম, বৃদ্ধ ও অসুস্থদের পক্ষে অন্যের দ্বারা পাথর নিক্ষেপ যায়।

৫. মিনা-আরাফাতে নিজের তাবু হারিয়ে গেলে হজ অফিসের তাবুতে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। এ জন্য মিনা-আরাফাতের ম্যাপ সঙ্গে রাখুন এবং হজ অফিসের নিয়ন্ত্রণকক্ষের ফোন নম্বর জেনে রাখুন।

৬. মিনা আপনার তাবুর এলাকার নম্বর/নিকস্থ খুটি নম্বর এবং রাস্তার নম্বর জেনে রাখতে হবে। পথ হারিয়ে গেলে এই নম্বর ধরে তাবু খুজতে হবে।

৭. আরফা থেকে ফেরার পথে কোন কারণে আপনার গাড়ি খুঁজে না পেলে বাংলাদেশের অন্য যে কোন গাড়িতে করে মুজদাফা/মিনায় চলে আসতে হবে।

৮. মিনা-আরাফাতে অবস্থানকালে পরিমিত খাবার গ্রহণ করতে হবে। অতিরিক্ত মসলাযুক্ত খাবার পরিহার করুন। সবসময় পানির বোতল সঙ্গে রাখুন। ডায়াবেটিকস রোগীরা সবসময় কিছু খাবার সঙ্গে রাখবেন।

৯. মিনা-আরাফাতে অবস্থানকালে ধুমপান ও আগুন জালানো থেকে বিরত থাকুন।

১০. মোজদালেফায় অবস্থানের জন্য বাস থেকে নামার পর পুনরায় কখন, কোন জায়গা থেকে বাসে উঠবেন জেনে নিন। মোজদালেফায় দলবদ্ধভাবে অবস্থান করুন

১১. মিনা থেকে যাঁরা ট্রেণে যাবেন তাদেরকে ট্রেণের টিকিট হাতের কবজিতে লাগিয়ে রাখতে হবে।

১২. মিনা থেকে মক্কা যাওয়ার সময় দলবদ্ধভাবে যেতে হবে।

১৩. নিজে কুরবানি দেওয়া কষ্টসাধ্য। কুরবানির টাকা ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকে জমা দেওয়াই সৌদি সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ব্যবস্থা। অন্যথা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

(ঝ) মদিনায় গমন ও করণীয়

১. পুরুষ হজযাত্রীদের জন্য কমপক্ষে ১সেট ইহরামের কাপড়, ২সেট পায়জামা-পাঞ্জাবি, ২টি লুঙ্গি, ২টি টুপি, ৪টি গেঞ্জি, ১জোড়া স্যান্ডেল, ১টি তোয়ালে/গামছা, ১টি খাবার প্লেট, ১টি পানির গ্লাস, চিকিৎকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ঔষধ, ২টি রিডিং চশমা, একটি ছোট কাঁচি, টুথ ব্রাশ, পেস্ট, নাইলনের রসি, মহিলা হজ যাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সালোয়ার-কামিজ, ওড়না, বোরকা এবং অন্যান্য ব্যবহার্য কাপড় সঙ্গে নিতে হবে ।

২. উল্লিখিত মালামাল বহনের জন্য একটি ছোট ব্যাগ নিতে হবে।

৩. যারা মদিনা থেকে দেশে ফিরবেন তাদেরকে দেশে ফেরার সময় ৩৬ ঘন্টা পূর্বে লাগেজ গুছিয়ে নিতে হবে। টিকেট ও বোর্ডিং পাশ সাথে রাখতে হবে।

৪. মসজিদে নববিতে ৪০ ওয়াক্ত সচেষ্ট থাকতে হবে।

৫. গাইডের পরামর্শক্রমে ঐতিহাসিক স্থানসমূহ পরিদর্শন করা যেতে পারে।

৬. অসুস্থ অনুভব করলে এজেন্সি/গাইডের সহায়তায় বাংলাদেশ মেডিক্যাল ক্লিনিকে গিয়ে সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। বাংলাদেশ মেডিক্যাল ক্লিনিক থেকে বিনামূল্যে ঔষধসহ প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

৭. মদিনা থেকে মক্কায় ফেরার পথে ইহরাম পরে আসতে হবে।

(ঞ) দেশে ফেরার সময় করণীয়

১. দেশে ফেরার সময় ৩৬ ঘন্টা পূর্বে লাগেজ গুছিয়ে নিতে হবে। টিকেট ও বোর্ডিং পাশ সাথে রাখতে হবে।

২. ফেরার সময় বড় লাগেজ পৃথক গাড়িতে নেওয়া হবে। ছোট লাগেজটি সঙ্গে রাখতে পারেন। বাংলাদেশ বিমানে দুই ব্যাগে ৪৬ কেজি মালামাল আনা যাবে। কোন ব্যাগের ওজন ৩০ কেজির বেশি হবে না।

৩. জমজমের পানি লাগেজে আনবেন না। ফেরার পথে ঢাকা বিমান বন্দর থেকে জমজমের পানি দেওয়া হবে।

৪. হাতে কিছু নগদ অর্থ রাখতে হবে। এয়ারপোর্টে/বাড়ী পৌছান/ফ্লাইট বিলম্ব ঘটতে পারে।

৪. নিষিদ্ধ জিনিস বহন করবেন না। বিমানে ভ্রমণকালে ছুরি, কাঁচি, সুঁই, নেইল কার্টার, লাইটার, পেস্ট, স্প্রে,ধারালো এবং তরল জাতীয় জিনিস হাত ব্যাগে নেওয়া যাবেনা।

৫. কোন আত্মীয় স্বজন , বন্ধু-বান্ধব বা অন্য কারও মালামাল পরিবহন করতে গিয়ে নিজেকে বিপদে ফেলবেন না। অতিরিক্ত ওজনরে জন্য প্রতি কেজিতে ৬০ রিয়াল (প্রায় ১৪০০ টাকা) করে পরিশোধ করত হবে।

৫. হজ সংক্রান্ত যে কোন জরুরি প্রয়োজনে ঢাকা/মক্কা/মদিনা/জেদ্দা হজ অফিসে যোগাযোগ করুন। আপনার যে কোন পরামর্শ/সমস্যা www.mora.gov.bd এর Face book এর মাধ্যমে শেয়ার করতে পারেন। হজযাত্রীদের যাবতীয় তথ্য www.hajj.gov.bd থেকেও জানা যাবে।

৬. আপনার স্মার্ট মোবাইলে 'হজ গাইড' এ্যাপস ডাউনলোড করে হজ সংক্রান্ত সব তথ্য জানতে পারে

হজ গাইডের করণীয়

সম্মানিত গাইডদের প্রশিক্ষণের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নির্ধারণ করা যেতে পারেঃ হজ, উমরাহ ও যিয়ারতের বিধি -বিধান; তালবিয়াসহ জরুরি দু 'আ; কালাম।-; দলবদ্ধভাবে হজযাত্রার বাংলাদেশ অংশের কাযক্রম ; বিমানবন্দর থেকে মক্কা মুকাররামা পৌঁছা পযন্ত দায়িত্ব ; প্রথম উমরা করানো ইত্যাদি

১। নিজের দায়িত্বের আধীন সকল হাজী সাহেবদের ফোন নম্বরসহ ঠিকানা সংগ্রহ করে কাগজপত্র বুঝিয়ে দেওয়া এবং সময় মত হজ ক্যাম্পে হাজির করা।

২। হজ ক্যাম্পে, ব্যাংকে ও বিমান বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নে সহযোগিতা করা।

৩। ওযু-ইস্তেঞ্জা, গোসল, ইহরাম পরা, বিমানে তায়াম্মুম, নামায, তালবিয়া পাঠ এবং প্রয়োজনীয় তালীমের ব্যবস্থা করা।

৪। তালবিয়া অনেকেরই মুখস্ত নেই। তাই সময় নিয়ে সব হাজীকে তালবিয়ার সহিহ-শুদ্ধ মশকের ব্যবস্থা করবেন।

৫। জিদ্দায় পৌঁছার পর মালপত্র সংগ্রহ, ইমিগ্রেশন পার করা, বাংলাদেশ মিশনের নির্ধারিত স্থানে সকলকে একত্রিত করা এবং শান্তির্পূণভাবে লাগেজসহ নির্দিষ্ট বাসে উঠানো। একবাসে যাত্রী আর অন্য বাসে লাগেজ উঠালে পরে পেতে সমস্যা হয়।

৬। মক্কা শরীফে পৌঁছার পর হাতের বেল্ট ও গলার আইডি কার্ড সকলকে সংরক্ষণ এবং বাইরে যাওয়ার সময় পরে থাকতে বল। এরপর শান্তশিষ্টভাবে লাগেজসহ বাড়িতে নির্ধারিত রুমে পাঠানো এবং হারাম শরীফে যাওয়ার সময় ও ব্যবস্থা বলে দেওয়া। একা একা নতুন মানুষকে যেতে মানা করা। অভিজ্ঞ হাজী থাকলে প্রথম দিকে ৫/১০ জনের গ্রুপ করে দেওয়া ভাল।

৭। জীবনের প্রথম সুন্নত উমরা কোন আলেম বা অভিজ্ঞ গাইড সাথে থেকে করানো ভাল । ওযু করে তৈরী হওয়ার পর উমরার আমলগুলো পুনরায় সবাইকে বলে দিবেন। যেন কেউ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও উমরা সমাপ্ত করে নির্দিষ্ট স্থানে বা বাসায় পৌঁছতে পারেন।

৮। জমজমের পানির পাত্রগুলোতে 'কোল্ড 'ও 'নটকোল্ড ' লেখা থাকে। 'নটকোল্ড ' বা 'গাইরে মুবাররাদ' ড্রাম থেকে নরমাল পানি পান করতে বলবেন। বহু মানুষ ঠান্ডা পানি পান করে সর্দি, জ্বর, গলা ব্যাথায় আক্রান্ত হয়ে নিজেও কষ্টে পতিত হয় সাথীদেরকেও সফরের হালতে কষ্টের মধ্যে ফেলে।

৯। মহিলাগণ উমরা পালন বা জরুরি না হলে ভিড়ের মধ্যে পুরুষদের সাথে নামায আদায়ে যাওয়ার চেয়ে বাসায় নামায আদায় করা উচিত। কেননা, মহিলাদের জন্য জামাআত ধরা ওয়াজিব নয় কিন্তু পর্দা করা ফরজ।

১০। কোন হাজী রাস্তা-ঘাট না চিনলে তাকে কখনোই একাকি যেতে দিবেন না। দলবেধে যাওয়ার সময় বড় কোন স্থাপনা বা ভবন ঠিক করে দিবেন যেখানে নামায বা তাওয়াফ-সাঈ শেষে সবাই একত্রিত হবে।

১১। পরবর্তী দিনের করণীয় সকল হাজী সাহেবকে পূর্বেই জানিয়ে দিবেন। মাসআলা-মাসায়েল হলে একজন অভিজ্ঞ মুফতী অথবা আলেম দ্বারা বয়ান করাবেন। বই দেখে মুযাকারা করবেন।

১২। পর্দার আড়ালে মহিলাদের তালীম যিকির ও বয়ানের ব্যবস্থা করবেন। বেশি বেশি আমলের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে কথা বলবেন।

১৩। পবিত্রতা, পরিস্কার –পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। এসব বিষয়ে একে অপরকে সহযোগিতা করবেন। কেউ যেন কারো কষ্টের কারণ না হয়, এই দিকে সবাই খুব খেয়াল রাখবেন।

১৪। সর্বদা হাজী সাহেবদের খোঁজ-খবর লাখবেন। কেউ অসুস্থ হলে বাংলাদেশ হজ মিশনের চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে আসবেন। সাধারণ অসুখ হলে সঙ্গে থাকা ওষুধ পথ্যও খাইয়ে দেখতে পারেন। জটিল রোগ দেখা দিলে বা এক্সিডেন্ট করলে স্থানীয় লোকদের সাথে বা বাড়ির হারেস এর সাথে কথা বলে হসপিটালে নিয়ে যাবেন।

১৫। হজের ৫দিন প্রতিটি প্রোগ্রাম আগেই হাজীদের সাথে আলোচনা করে কখন, কিভাবে কী করা হবে তা ঠিক করে নিবেন। সবাই মাশওয়ারার মাধ্যমে কাজগুলি করবেন। এক সাথে খাকার চেষ্টা করবেন।

১৬। মিনার তাবু নম্বর, ব্লক নম্বর, গেট নম্বর এরিয়ার পরিচিতিমূলক কোন নিদর্শন সবাইকে বুঝিয়ে বা লিখে বের হতে দিবেন। এখানে হারালে ফিরে আসা একটু কঠিন।

১৭। আরাফা, মুজদালিফা ও মিনায় সব কাজ গাইডের সাথে যোগাযোগ রেখে করা নিরাপদ। না বলে কোন দিকে না যাওয়া।

১৮। মিশনের সাথে যোগাযোগ রেখে সব কাজ করা।